ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 30 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক

যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার মেরুদন্ড। দেশে বহু পেশায় মানুষ নিয়োজিত। অন্যান্য পেশা আর শিক্ষকতা সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ শিক্ষককে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন নতুন জ্ঞান দান করতে হয়। মেধা, বুদ্ধি এবং কঠোর শ্রম দিয়েই ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করে থাকেন। ব্যাংক, সরকারি/ বেসরকারী বহু অফিসে এসি রুমে এক টেবিলে বসে কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। শিক্ষা গ্রহণ এবং দানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এতে অনেক উপকার হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সাথে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই শিক্ষকদেরকে দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলে শিক্ষার্থী এবং জাতি উভয়ই অনেক উপকৃত হবে। প্রতি বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের সরকারি কোষাগার থেকে বহু টাকা খরচ করে প্রশিক্ষণের জন্য দেশ/ বিদেশে পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে এসে সেই এসি রুমে বসেই সকল কর্মপদ্ধতি মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেন। ঐ সকল পদ্ধতি সফল করা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা মাঠ পর্যায়ে না আসলে কাউকে বুঝানো সম্ভব হবে না। সরকারি কর্মকর্তা যখন বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরেন দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যে তাকে অন্যত্র বদলী করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কর্মকর্তা বিদেশে ভাল চাকরি পেয়েও চলে যান। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যার সাথে জড়িত হচ্ছে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষক। তার সঠিক নির্দেশনায় ঐ ছাত্রটি একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ/ ব্যারিষ্টার, কবি, লেখক, সাংবাদিক এবং সর্বোপরি একজন দেশপ্রেমিক মানুষ তথা রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। একারণে মাঠ পর্যায় থেকে মাধ্যমিক স্কুল-কলেজের শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের শুধু বিএডএমএড এবং প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। প্রসঙ্গত, ঢাকা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান, তিনি পরীক্ষা পদ্ধতিসহ অনেক বিষয় দেখার জন্য গত বছর সরকারি অনেক কর্মকর্তা নিয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছেন। তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার পূর্বেই তিনি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে চলে গেছেন। এতে জাতি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতবেশি প্রকল্প চালু না করে যা বর্তমানে চালু আছে সেসকল প্রকল্পের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কাজের প্রতি জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণসহ আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

মাহামুদ আলী,
প্রধান শিক্ষক,
সিকদার আঃ মালেক উচ্চ বিদ্যালয়, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।